আহমদী

সম্পাদক— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

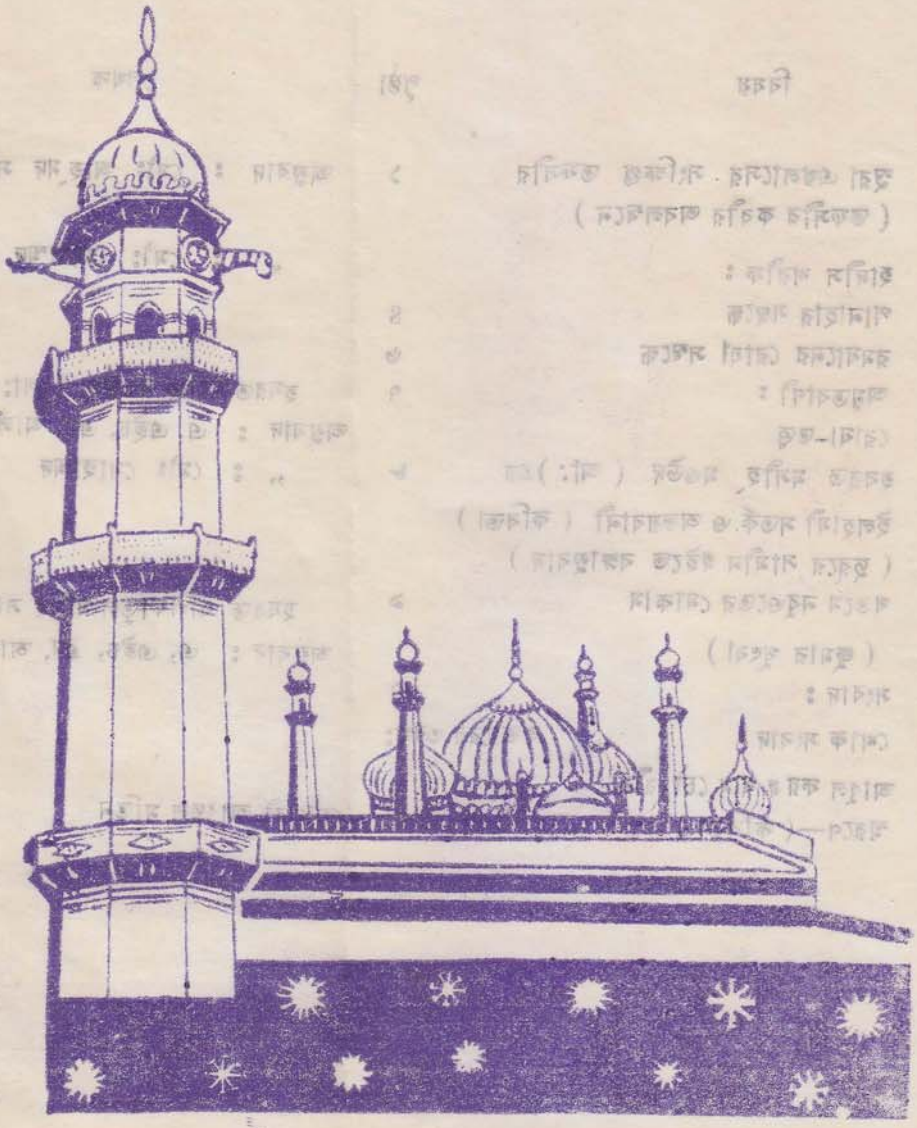

সূচীপত্র

আহমদী

২৭শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
॥ সুরা এখলাসের সংক্ষিপ্ত তফসীর (তফসীর কবীর অবলম্বনে)	১	অনুবাদ ঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ
		,, ঃ মৌঃ মোহাম্মদ
॥ হাদীস শরীফ ঃ		
পানাহার সম্বন্ধে	৪	
রমযানের রোযা সম্বন্ধে	৬	
॥ অমৃতবাণী ঃ	৭	হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)
রোযা-তত্ত্ব		অনুবাদ ঃ এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার
॥ হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ) এর ইলহামী সতর্ক ও অভয়বানী (কবিতা) (তুররে সামীন হইতে বঙ্গানুবাদ)	৮	,, ঃ মৌঃ মোহাম্মদ
॥ খতমে নবুওতের মোকাম (জুমার খুৎবা)	৯	হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)
		অনুবাদ ঃ এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার
॥ সংবাদ ঃ	২২	
॥ শোক সংবাদ	কভারের ৩য়পৃঃ	
আবুল ফয়জ খান চৌধুরীর স্মরণে—(কবিতা)	,,	চৌধুরী আবদুল মতিন

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

নব পর্যায়ের ২৭শ বর্ষ ঃ ৮ম সংখ্যা ঃ
৩১শে ভাদ্র, ১৩৮০ বাং ঃ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ ইং ঃ ১৫ই তবুক, ১৩৫২ হিজরী শামসী ঃ

সূরা এখলাস

॥ সংক্ষিপ্ত তফসীর ॥

'হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) প্রণীত তফসীর কবীর অবলম্বনে'

অনুবাদ ঃ **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২)

এই সূরার মধ্যে পূর্ণ ভাবে তৌহীদ-তত্ত্ব তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, খোদা আছেন এবং 'একা ও অদ্বিতীয় সত্ত্বা' হিসাবে আছেন অর্থাৎ সকল দিক হইতে তিনি একা ও অদ্বিতীয়—না তো তিনি কোন কিছুর প্রথম যোগ-সূত্র বিশেষ, না কোন কিছুর শেষ যোগ-সূত্র বিশেষ; যাবতীয় গুণে তাঁহার কোন সমকক্ষ ও সমতুল্য নাই।

শুধু احد (আহাদ) এমন একটি শব্দ যাহা অন্য সব কিছুর অস্তিত্ব মুছিয়া দেয় এবং একা

নিজ সত্তায় থাকিয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তায়ালা দুই প্রকারে রব্ব। তিনি رب الاحدية -ও, এবং رب المخلوق -ও তিনি। প্রথমোক্ত ঐশী-মর্যাদায় আল্লাহ্ তায়ালা কাহারও অনুমান বা কল্পনার ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে। কিন্তু শেষোক্ত ঐশী-মর্যাদার বিকাশ সীমিত। সমস্ত এলাহী সেফতের প্রকাশ আল্লাহ্ তায়ালার আহাদ (একা ও অদ্বিতীয়) হওয়ার দিক দিয়াও রহিয়াছে এবং সৃষ্টির দিক দিয়াও রহিয়াছে। যখন উহারা احدية (আহাদ হওয়া)-র দিক দিয়া প্রকাশিত হয়, তখন উহারা মানবীয় অনুমান গণ্ডির ঊর্ধ্বে হইয়া থাকে এবং যখন সৃষ্টির দিক হইতে প্রকাশিত হয়, তখন উহাদিগকে মানুষ বুঝিতে সক্ষম হয়। এই সূক্ষ্ম তত্বটি না বুঝার কারণে কেহ কেহ বলেন যে, খোদাতায়ালাকে দেখা যায় এবং কেহ কেহ বলেন যে, খোদাতায়ালাকে দেখা যায় না।

واحد (ওয়াহেদ) শব্দের দ্বারা এমন "এক" বুঝায়, যাহার পর দ্বিতীয়ও থাকে। সুতরাং যখন আমরা واحد (ওয়াহেদ) বলি, তখন ইহার স্বীকৃতি দেই যে, এমন অন্যান্য আরও সত্তাও আছে যাহারা আল্লাহ্ তায়ালা হইতে শক্তি লাভ করিয়া সীমিতাকারে ঐশী-গুণাবলীর প্রকাশস্থল হইয়া থাকে। শুধু ওয়াহেদ সেফতের উল্লেখে এই ভুল ধারনার সৃষ্টি হইতে পারিত যে, আল্লাহ্ তায়ালার রূপান্তর ঘটিতে পারে। এজন্য এখানে احد (আহাদ) শব্দ রাখিয়া বলা হইয়াছে যে, কোরআন মজিদে বর্ণিত واحد (ওয়াহেদ) সেফতের দ্বারা শুধু এতটুকুই বুঝায় যে, সৃষ্টির দিক দিয়া যে ঐশী গুণাবলী রহিয়াছে, উহা বান্দাগণও সীমিতাকারে নিজের মধ্যে লাভ করিতে পারে। অন্যথায় আল্লাহ্ তায়ালা তো رب الاحدية (একত্ব ও অদ্বিতীয়তার অধিকারী)। ঐশী-গুণাবলীকে কেহ সেই পর্যায়ে লাভ করিতে পারে না, যাহাতে সে আল্লাহ্‌র শরীক (অংশীদার) হইয়া যায়। মোটকথা, এখানে ঐশী-গুণাবলীতে শেরক (شرك فى الصفات)-এরও মূলোচ্ছেদ করা হইয়াছে এবং আল্লাহর সত্তায় শেরক (شرك فى الذات) -এরও খণ্ডন করা হইয়াছে।

الله الصمد : 'সামাদ'-এর অর্থ চিরস্থায়ী; অতি উচ্চ, যাহার সকলেই মুখাপেক্ষী এবং যে নিজে কাহারও মুখাপেক্ষী নহে।

পূর্বের আয়েতে যে দাবী করা হইয়াছিল যে, আল্লাহ আছেন—একা ও অদ্বিতীয় হিসাবে, উহার প্রমাণ এখানে দেওয়া হইয়াছে যে, সকলেই যখন তাঁহার মুখাপেক্ষী এবং তিনিই তাহাদের প্রয়োজন পূরণ করেন, তখন অন্য কোন খোদার আবশ্যকতার প্রশ্ন উঠে না। তাহার প্রয়োজনের প্রশ্নতো সেই অবস্থায় উঠিতে পারে, যদি কোন সময় আল্লাহ্ তায়ালা না থাকেন বা তিনি মরিয়া যান। কিন্তু আল্লাহ্‌তো صمد—চিরস্থায়ী।

যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন—ইহার কিরূপে সন্ধান পাওয়া গেল ? ইহার উত্তর শুধু এই হইতে পারে

যে, আমরা ইহার প্রমাণ করিয়া দেই যে; সব কিছুই তাঁহার মুখাপেক্ষী। সুতরাং দেখুন দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিস অপরাপর জিনিসের মুখাপেক্ষী, এতদ্বারা ইহা প্রমাণ হয় যে, দুনিয়া নিজে নিজেই কায়েম নহে, বরং ইহাকে কেহ চালাইতেছে। কেননা পর-মুখাপেক্ষী বস্তু না নিজের স্রষ্টা নিজেই হইতে পারে, না উহা অনাদি হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ জগতের প্রত্যেকটি বস্তু রূপান্তর গ্রহণ করে। ইহা তাহার অসম্পূর্ণ হওয়ার প্রমাণ এবং অসম্পূর্ণ হওয়া উহার পর-মুখাপেক্ষীতাকে প্রমান করে। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, কোন সত্ত্বা এজগতের সংরক্ষণকারী ও নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে আছে। সেই সত্ত্বার মধ্যে যদি এরাদা রাখার ক্ষমতার অভাব থাকে তাহা হইলে উহা সৃষ্ট। কিন্তু যদি উহা এরাদাময় হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাদের দাবী প্রমাণিত হয় যে, খোদা আছেন।

صمد (সামাদ)-এর অর্থ অতি উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন এবং অসীম ও অনন্ত। এই অর্থ অনুসারে الله-এর মধ্যে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ অসীম ও অনন্ত এবং তাঁহার দিকে উন্নতি করার পথ সমূহ চিরউন্মুক্ত। নৈকট্যের কোন মোকাম এমন নাই, যেখানে অগ্রগতি শেষ হইয়া যায় এবং উহার পরে আর মোকাম থাকে না।

احد-এর অর্থ যেহেতু এরূপ অস্তিত্বকে বুঝায়, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রত্যেকেই যাহার মুখাপেক্ষী এবং যে নিজে কাহারোও মুখাপেক্ষী নয় এবং رحمان-এর অর্থও এরূপ অস্তিত্বকে বুঝায়, যিনি কাহারোও আমল বা পরিশ্রম ছাড়াই প্রতিপালন করেন। অর্থাৎ যখন আমরা ইহা বলি যে, প্রত্যেকে তাঁহার মুখাপেক্ষী, তখন উহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, জীব-জন্তু ও পাপী ব্যক্তিও তাঁহার মুখাপেক্ষী এবং তিনি তাহাদের প্রয়োজনকেও পূরণ করেন। এতদ্বারা 'প্রায়শ্চিত্তবাদ' ও জন্মান্তরবাদেরও খণ্ডন হয়। ইহার অর্থ ইহাও দাঁড়ায় যে, একক পদার্থ এবং একাধিক পদার্থে সংগঠিত সকল বস্তুই তাঁহার মুখাপেক্ষী। সুতরাং পদার্থেরও তিনি স্রষ্টা এবং মানুষ ও আত্মারও স্রষ্টা। অতঃএব প্রামাণিত হইল যে, صمد -এর অর্থের মধ্যে رحمان -এর অর্থও নিহিত রহিয়াছে। (ক্রমশঃ)

★

অন্তরে আমার ইহাই, সদা তোমার কেতাব চুমি।
কোরআনের প্রদক্ষিণ করি, কা'বা আমার ইহাই॥
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হাদিস শরীফ

পানাহার সম্বন্ধে

(১)

যখন তোমরা আহার কর, ডান হস্ত দ্বারা আহার করিবে এবং যখন পান কর তখন ডান হস্ত দ্বারা পান করিবে।

(মুস্লিম)।

(২)

তোমারা কেহ বাম হস্তে আহার করিবে না এবং পান করিবে না কারণ শয়তান বাম হস্ত দিয়া আহার করে এবং বাম হস্ত দিয়া পান করে।

(মুস্লিম)।

(৩)

নিশ্চয় আল্লাহ্ সন্তুষ্ট সেই বান্দার প্রতি যে আহারান্তে উহার জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা করে এবং পানান্তে উহার জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা করে। (মুস্লিম)।

(৪)

যখন তোমাদের মধ্যে কেহ খাইবার সময়ে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করিতে ভুলিয়া যায়, সে যেন বলে, আহারের প্রথমে বিসমিল্লাহ্ এবং ইহার শেষে বিসমিল্লাহ্।

(তিরমিযি, আবু দাউদ)।

(৫)

কৃতজ্ঞ ভোজনকারী, ধৈর্যশীল রোজাদারের তুল্য।

(তিরমিযি, ইবনে মাজা)।

(৬)

রসুল (সাঃ) আহারান্তে বলিতেন : সকল প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদিগকে আহার এবং পানীয় দিয়াছেন এবং আমাদিগকে মুসলমান করিয়াছেন।

(তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবনে মাজা)।

(৭)

আহারের পূর্বে এবং শেষে হাত ধোওয়ায় বরকত আছে।

(তিরমিযি, আবু দাউদ)।

(৮)

যখন তোমরা আহারে বস, তখন কেহ বাসনের মধ্যকার উচ্চ স্তুপ হইতে খাদ্য গ্রহণ করিও না, বরং কিনারার নিম্ন দিক হইতে গ্রহণ করিও। কারণ বরকত উপর হইতে নীচে অবতরণ করে।

(আবু দাউদ)।

(৯)

নিশ্চয় অতিরিক্ত আহার দুর্ভাগ্য আনে।
(বাইহাকী)।

(১০)

পরিমিত আহার কর, যেন তোমরা ইহার দ্বারা বরকত লাভ করিতে পার।
(বুখারী)।

(১১)

এক জনের খাদ্য দুই জনের জন্য যথেষ্ট, দুই জনের খাদ্য চারিজনের জন্য যথেষ্ট এবং চারিজনের খাদ্য আট জনের জন্য যথেষ্ট।
(মুস্লিম)।

(১২)

নবী (সাঃ)-এর সম্মুখে পনীর রাখা হইলে তিনি ছুরি আনিতে বলিলেন এবং বিসমিল্লাহ বলিয়া উহা কাটিলেন।
(আবু দাউদ)।

(১৩)

রসুল (সাঃ) পাক না করা রসুন খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।
(তিরমিযি, আবু দাউদ)।

(১৪)

নিশ্চয় শেষ যে খাদ্য রসুল (সাঃ) আহার করেন উহার সহিত পেয়াজ মিশ্রিত ছিল।
(আবু দাউদ)।

(১৫)

রসুল (সাঃ) মিষ্টি এবং মধু খাইতে ভাল বাসিতেন।
(বুখারী)।

(১৬)

রসুল (সাঃ) তিন নিঃশ্বাসে পান করিতেন। (বুখারী) মুস্লিমে বর্ণিত আছে যে তিনি বলিয়াছেন : ইহা পরম তৃষ্ণা-নিবারক, স্বাস্থ্যকর ও হজম-কারক।

(১৭)

তোমরা কেহ দাঁড়াইয়া পান করিও না। যদি কেহ ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে সে যেন বমি করিয়া ফেলে।
(মুস্লিম)।

(১৮)

যে কেহ রূপার পেয়ালায় পান করে, দোযখের আগুন শব্দ সহকারে তাহার পেটে প্রবাহিত হইবে। (বুখারী ও মুস্লিম)। মুস্লিমের হাদিসে রূপার পেয়ালার সহিত স্বর্ণের পেয়ালারও উল্লেখ আছে।

(১৯)

যখন তোমাদের কেহ আহার করে, সে যেন বলে : হে আল্লাহ্ ! ইহার মধ্যে আমাদিগকে বরকত দাও এবং ইহা হইতে উত্তম খাদ্য দাও। যখন কেহ দুগ্ধ পান করে, তখন সে যেন বলে : হে আল্লাহ্ ! ইহার মধ্যে আমাদিগকে বরকত দাও এবং আমাদের জন্য ইহা হইতে (বরকত) বাড়াইয়া দাও কারণ পানীয় ও খাদ্যের মধ্যে ঘাটতি পুরণ করিতে দুগ্ধের ন্যায় আর কিছু নাই।
(তিরমিযি, আবু দাউদ)।

অনুবাদ—মোহাম্মাদ

রমযানের রোযা সম্বন্ধে

(১)

তোমাদের নিকট রমযান আসিয়াছে—মোবারক মাস। ইহার রোযা আল্লাহ ফরয করিয়াছেন তোমাদের প্রতি। আকাশের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত করা হইয়াছে ইহার মধ্যে এবং ইহার মধ্যে দোজখের দ্বার সমূহ বন্ধ করা হইয়াছে এবং দুষ্কৃতিকারী শয়তানদেরকে শৃঙ্খলা-বদ্ধ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি রাত্র আছে যাহা এক হাজার মাস হইতে উত্তম। যে ইহার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত। (আহমদ, নেসায়ী)।

(২)

আল্লাহর রসুল বলিয়াছেন, রমযানের জন্য শাবানের নূতন চাঁদ হইতে হিসাব রাখ।

(তিরমিযি)।

(৩)

আল্লাহর রসুল (সাঃ) শাবান মাস সম্বন্ধে খেয়াল রাখিতেন, অন্য মাস সম্বন্ধে তত খেয়াল রাখিতেন না। চাঁদ দেখিলেই তিনি রমযানের রোযা রাখিতেন। মেঘ থাকিলে তিনি (শাবানের) ত্রিশ দিন গণনা করিতেন এবং রোযা রাখিতেন।

(আবু দাউদ)

(৪)

নূতন চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখ এবং নূতন চাঁদ দেখিয়া রোযা শেষ কর; যদি মেঘ থাকে তাহা হইলে শাবানের সংখ্যা হিসাব কর ত্রিশ পর্যন্ত। (বোখারী, মোসলেম)

(৫)

এক আরবী রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলিলেন, নিশ্চয় আমি নূতন চাঁদ দেখিয়াছি—রমযানের চাঁদ। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিতেছ যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। সে উত্তর করিল, হাঁ! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিতেছ, মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসুল। সে বলিল, হাঁ! তিনি বলিলেন, হে বেলাল, জনগণের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দাও, আগামী কাল তাহাদের সকলকে রোযা রাখিতে হইবে।

(আবু দাউদ, তিরমিজি, ইবনেমাজা, নাসাই)।

(৬)

সেহরী খাও কারণ সেহরীতে বরকত আছে।

(মোসলেম, বোখারী)।

(৭)

পেয়ালা হাতে থাকা অবস্থায় (পানাহারে থাকা অবস্থায়) যদি তোমাদের মধ্যে কেহ (ফজরের) আযান শোনে, তাহাহইলে সে পেয়ালা নামাইয়া রাখিবে না, যতক্ষণ না সে পরিতৃপ্ত হয়। (আবু দাউদ)।

(৮)

যতদিন মানুষ তাড়াতাড়ি রোযা এফতার করিবে, ততদিন তাহারা উন্নতশীল থাকিবে।

(বোখারী, মোসলেম)।

(৯)

আল্লাহ্ বলিয়াছেন, যাহারা রোযা এফতার করিতে দ্রুত, তাহারা আমার দাসগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। (তিরমিযি)।

অনুবাদ—**মোহাম্মাদ**

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

রোযা-তত্ত্ব

[১৯০৬ সনের সালানা জলসায় হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এর
বক্তৃতা—'কলেমা তইয়েবা' হইতে অনুদিত]

অল্প আহার এবং ক্ষুদা সহ্য করাও আত্ম-শুদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক। ইহাতে দিব্য দর্শন শক্তি ('কাশফী তাকত') বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু আহারেই বাঁচে না। অনন্ত জীবনের প্রতি লক্ষ একেবারেই পরিত্যাগ করা নিজের উপর ঐশী-কোপ ('কহরে-এলাহী') আনয়ন করা। কিন্তু রোযাদারের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, রোযার অর্থ মানুষের শুধু অনাহারে থাকা নয়, বরং খোদার জিকির—তাঁহার স্মরণে অত্যন্ত মশগুল থাকা আবশ্যক। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান শরীফে বহু এবাদত করিতেন। এই দিনগুলিতে পানাহারের চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া ও ইত্যাকার প্রয়োজনগুলি হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি মনোনিবেশ ('তাবাত্তুল ইলাল্লাহ্') করা চাই। দূর্ভাগা সেই ব্যক্তি, যে দৈহিক খাদ্য গ্রহণ করে, কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্যের পরোওয়া করে না। দৈহিক খাদ্যের দ্বারা দেহের শক্তি লাভ হয়। তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক খাদ্য আত্মাকে কায়েম রাখে এবং তদ্বারা আত্মার শক্তিগুলি সতেজ হয়। খোদার নিকট সামর্থ চাও। কারণ তিনি সামর্থ দিলেই (রূহানী উন্নতির) সব দরজা উন্মুক্ত হয়।

অনুবাদ—**এ, এইচ, এম, আলী আনোয়ার**

সময় ছিল নির্নীত মসিহার, না অন্যের।
আগমন না হলে মোর, আসিত কেহ অন্যে॥
—**হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)**

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর

ইলহামী সতর্ক ও অভয়বাণী

তাং ১৯০৫ খৃঃ অঃ

ঘুমে রে বেঘোর! ত্বরায় জাগোরে নহে সময় এ ঘুমের।
ব্যাকুল হয়েছে হৃদয়, খোদার ওহী দিয়েছে যে খবর॥

দেখি আমি হায়! ওলট পালট হতেছে ধরা যমীন কাঁপনে।
বাহু বাড়ায়ে ঐ দাঁড়ায়ে বন্যা সময় নিবটে অতি এখনে॥

পুণ্যবানের পথের মাথায় দাঁড়ায়ে করীম মওলা।
মা ভৈ নেকজনে, রয়েছে যদিও উতাল ঊর্মী মালা॥

নারিবে বাঁচায় এবে কোন নাও, কবল হতে সেই বন্যার।
বিফল প্রয়াস সবি, শরণের নীড় শুধু আছে এক আল্লার॥

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর

কবিতা

তাং ১৮৯৪ খৃঃ অঃ

(১)

ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকাশ দেখা যবে যাবে।
আল্লাহ্‌র কুদরতের তামাশা এক হবে॥

সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ খুলিয়া যাবে।
লভিবে সম্মান কেহ, অপমান কেহ হবে॥

(২)

লোকের হিংসা দ্বেষে কি আসে যায়?
কেহ যার নাই জেনো খোদা তার হয়॥

খোদা ছাড়া কেহই নাই বিপদ কালে।
নিজ ছায়াও আঁধারে সাথ ছেড়ে দেয়॥

অনুবাদ : মোহাম্মাদ

'খতমে নবুওতের মোকাম'

রবওয়া মোকামে মসজিদে আকসায় ৩০/৩/৭৩ ইং তারিখে

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আই:) প্রদত্ত

জুমার খুৎবা

[সাপ্তাহিক 'বদর' কাদিয়ান (ভারত), ১০/৫/৭৩ ইং হইতে অনুদিত]

অনুবাদ : **এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

> মোকামে খাতামান্নাবীয়ীন অর্থাৎ মোকামে মোহাম্মদীয়তের দিক হইতে সব রসুলের মধ্যে আঁ-হযরত (সাঃ) অদ্বিতীয় এবং বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন। তিনি ঐশী-গুণাবলীর পূর্ণতম প্রকাশ-স্থল। তাঁহার বাণী খোদার বাণী। তাঁহার আগমন, খোদার আগমন। আমরা দিব্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, বিচার, প্রমাণ সহ প্রত্যয় করি যে, তিনি আখেরী নবী। কারণ, তিনি এমন মোকামে উপনীত যে, উহার পর কোন রূহানী মোকাম নাই।

আল্লাহ্তায়ালা আমাদিগকে কোরআন আযীমে নবুওত ও রিসালত সম্বন্ধে অনেক বুনিয়াদি কথা শিক্ষা দিয়াছেন। উহাদের মধ্যে আমি এখন কয়েকটির আলোচনা করিব।

আল্লাহতায়ালা এই কথা প্রথম আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, নবী ও রসুলগণের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে।

আল্লাহ্তায়ালা বলেন :

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض (البقرة ٢٥٤)

অর্থাৎ—"এই রসুলগণের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।"

ইহা ছাড়াও নবীগণ একে অন্যের চেয়ে বড় হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন

বিষয় স্পষ্ট আলোচিত হইয়াছে এবং কোন কোন সূত্র হইতে জানা যায় যে, কোন কোন বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া ধরা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে যেমন—তৃতীয় পারার প্রথমে

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ইহাতে শ্রেষ্ঠত্বের একটি এই কারণ বলা হইয়াছে যে, কোন কোন নবী শরীয়তের বাহক এবং কোন কোন নবী শরীয়ত আনয়ন করেন না। অন্যান্য স্থানে শ্রেষ্ঠত্বের অন্যান্য কারণ বর্ণিত আছে। কিন্তু সেগুলিকে এখন আমি স্মরণ করিতেছি না। কোরআন করীম হইতে আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারি এবং হযরত নবী আকরাম (সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী) সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোন কোন ইরশাদের আলোকে জানা যায় যে, 'ফযিলতের' কোন দিক নিয়া আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। যদিও কোন কোন রসুল অপেক্ষা কোন কোন রসুলকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে, তথাপি আমাদিগকে বলা হইয়াছে :

لانفرق بين احد منهم (البقرة ٢٨٦)

অর্থাৎ—"রিসালতের দিক হইতে রসুলে রসুলে কোন প্রভেদ নাই।" এই প্রকারের আরও কোন কোন এই মর্মের আয়াত আছে।

সুতরাং ফযিলতও আছে এবং এই রসুলগণের মধ্যে তারতম্যও করিতে নাই অর্থাৎ রিসালত লাভের দিক হইতে কোনও পার্থক্য নাই।

যিনি শরীয়ত বাহক রসুল এবং যিনি কোন নূতন শরীয়ত-বাহক নহেন, উভয় প্রকারের রসুলগণের রসুল হইয়া আসায় কোনই প্রভেদ নাই। উভয়েই রসুল। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাদিগকে তাঁহার সর্বমুখী প্রজ্ঞা দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের জাতিগণের নিকট রসুল করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এমনই যে, তাঁহাকে সমগ্র পৃথিবীর নিকট সকল সময়ের জন্য এবং সকল জাতীয় মানুষের পথ-প্রদর্শনের জন্য পাঠান হইয়াছে। ইহা সত্বেও প্রেরিত হওয়ার দিক হইতে তাঁহার মধ্যে এবং অন্য রসুলগণের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

রিসালতের সাম্য ও বিশেষত্ব

সুতরাং রেসালতের মর্যাদায় ফযিলতও আছে এবং রসুল রূপে প্রেরিত হওয়ার দিক হইতে কোন পার্থক্যও নাই রসুলগণ সম্পর্কীয় বুনিয়াদি বিষয়াবলীর মধ্যে এগুলি অন্যতম। এ সকলের বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে এখন আমি যাইতে পারি না। হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে যদি কোরআন আযীম শুধু রসুল বলিত তবে রিসালত হিসাবে হযরত আদম আলাইহেস সালাম ও হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিত না; হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এবং তাঁ-হযরত

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের মধ্যে রসুল বা প্রেরিত হিসাবে কোনই প্রভেদ থাকিত না। যদিও ফযিলত যথা স্থানে থাকিত, তবু এত দেদিপ্যমান ফযিলত, যাহা সকল নবী হইতে তাঁহাকে পৃথক করে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম না। এজন্য কোরআন করীম যেমন হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে রসুল বলিয়া রিসালাতের মোকামে সব নবীর সমান স্থানে দাঁড় করাইয়াছে, তেমনই তাঁহাকে আর এক উচ্চ স্থান দিয়াছে, যাহা সুরা আহযাবের ৪১ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। এই দিক দিয়া তিনি রসুল ও খাতামুল আম্বিয়া উভয়ই। খাতামুল আম্বিয়া বা খাতামুল-মুরসালীন, খতমে নবুওত বা খতমে রিসালাতের মোকামকে ইসলামী পরিভাষায় মোকামে মোহম্মদীয়ত বলা হয় এবং ইহাতে হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম অদ্বিতীয়। ইহা সেই ফযিলত নহে যাহা,

فضلنا بعضهم على بعض

বাণীতে আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্বেও তুলনামূলকভাবে প্রথম ও শেষ আছে। যদি রিসালত হিসাবে কোনও প্রভেদ নাও থাকে এবং মানসচক্ষে সব নবী এক মাঠে দাঁড়ান, তবে পূর্ব দিক হইতে দেখিলে উত্তর দিকে যিনি, তিনি শেষ, এবং দক্ষিণ দিক হইতে দেখিলে পশ্চিম কোনস্থ নবী শেষ নবী। সুতরাং আপেক্ষিক বিচারে এই এক প্রকার শেষ আছে। ইহাতে কোন ফযিলতের কথা নাই। ইহা একটি আপেক্ষিক বিষয়। যে কোন্ হইতে দেখিবেন, সম্মুখস্থ শেষ প্রান্ত শেষ।

খাতামান নবীয়ীন কেন ?

সুতরাং فضلنا بعضهم على بعض যেমন একটি বুনিয়াদি হাকিকত, তেমনই لا نفرق بين احد من رسله-ও নিজ স্থানে একটি মূল সত্য। বস্তুত হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের, তাঁহার স্রষ্টা ও প্রভুর-নিকট যে স্থান, তাহা প্রকাশার্থে তাঁহাকে খাতামান নবীয়ীন বলা হইয়াছে। 'খাতামান্নাবিয়ীন,' অর্থাৎ মোহাম্মদীয়তের মোকাম পূর্ণতম ঐশী নৈকট্য লাভের মোকাম। অন্য কথায়, তিনি স্রষ্টার গুণাবলীর পূর্ণতম প্রকাশস্থল এই মর্যাদা শুধু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই লাভ করিয়াছেন। অন্য কোন নবী এই মর্যাদায় পৌঁছিতে পারেন নাই। বলা হয় যে, রিসালতের গণ্ডির মধ্যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী আছেন। তাহাদের মধ্যে আমরা যেন পার্থক্য না করি কিন্তু মুহাম্মদীয়তের মোকামের দিক হইতে তিনি যে অদ্বিতীয় স্থানে অধিষ্ঠিত, উহা স্রষ্টার গুণাবলীর পূর্ণতম প্রকাশের মোকাম। এই মোকামকে সব মানুষের তুলনায় ইনসানে কামেল (বা পূর্ণতম মানুষ) বলা হয় এবং নৈকট্য লাভের দিক দিয়া আল্লাহ-তা'লার অধিকতর নিকট অন্য কেহ নাই—অন্য কোন ব্যক্তি খোদার প্রেম লাভে তাঁহার চেয়ে

অধিক নিকট নহে এবং হইতে ও পারে না। এই 'মোকামে মোহাম্মদীয়ত' ব্যাখ্যার্থে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং, সুরাহ্ আহজাবের ৪১ আয়াতে এই কথা বলা হইয়াছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম অন্যান্য রসূল-গণের ন্যায় এক রসুল এবং এই দিক দিয়া রসুল রসুলের মধ্যে তারতম্য করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয়, তিনি খাতামান্নাবীয়ীন। এই দিক দিয়া তিনি অদ্বিতীয় এবং কোন রসুল তাঁহার সমকক্ষ নহেন। এই হিসাবে কাহাকেও তাঁহার সহিত সংযুক্ত করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। এই মোকামে মোহাম্মদীয়তের দিক দিয়া তিনি সব রসুলের মধ্যে অদ্বিতীয় বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন।

পুনঃরায়, সুরাহ্ আহযাবের এই মহিমাময় আয়াতের শেষে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

و كان الله بكل شئى عليما (احزاب ٤١)

"সব বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্ তায়ালার রহিয়াছে।" ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এই বিবৃতির এক গভীর ও জরুরী সম্বন্ধ হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের খতমে নবুওয়ত অর্থাৎ মোহাম্মদীয়তের মোকামের সহিত রহিয়াছে নতুবা বাহ্যতঃ একথা বলিয়া যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম দৈহিক রূপে কোন পুরুষের পিতা নহেন, কিন্তু (১) আল্লাহ্র রসুর এবং (২) খাতামান্নাবিয়ীন—আবার ইহা বলা যে, "সব বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্ তায়ালার রহিয়াছে," ইহাতে কোন হেকমত থাকা চাই, ইহাতে কোন সূক্ষ্ম তত্ব থাকা চাই, ইহাতে কোন গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিহিত থাকা চাই।

আমার মতে অন্য সব অর্থ ছাড়া একটি অর্থ এই যে, আল্লাহতালা আলোচ্য আয়াতে করীমায় বলেন যে, খাতামান্নাবীয়ীনের অর্থ নিজ হইতে করিবে না। খতমে নবুওয়তের অর্থ তোমাদের স্রষ্টা ও পালন কর্তা ক্রমোন্নতি দাতা রাব্ব তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন। নিজ হইতে অর্থ করিলে ভুল করিবে। এজন্য স্বয়ং কোরআন করীম ইহার অর্থ করিয়াছে।

আল্লাহতায়ালা বলেন :

* (বকর ৪ ২৫৪) رفع بعضهم درجات *

ইহার এক অর্থ হইল, আল্লাহতায়ালা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে রাব্বে করীমের আরশ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রদান করিয়াছেন। কোরআন করিমের প্রত্যেক আয়াত, প্রত্যেক বাক্যের এবং প্রত্যেক শব্দের অনেক মর্ম আছে। হযরত মসিহ মওউদ আলাইহেস্ সালাম ইহার ["রাফাআ বাজাহুম দারাজাত" বাক্যের—অনুবাদক] এক অর্থ করিয়াছেন, যে 'হযরত মোহাম্মদ(সাঃ) সেই রসুল যিনি তাঁহার মর্যাদার দিক দিয়া সব রসুলের উর্ধ্বে এবং আধ্যাত্মিক উচ্চতায় অদ্বিতীয়, কোন রসুল এই মোকামে তাঁহার শরীক নহেন।

*—তিনি কাহাকে কাহাকেও উচ্চ মর্যাদা দিয়াছেন।

কোরআন করিমের অন্য এক স্থানে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

انك لعلى خلق عظيم (القلم ٥)

অর্থাৎ, "আল্লাহ্‌তায়ালার গুণে গুণান্বিত" হওয়ার মোকামে অন্য মানুষ দূরে যাউক, অন্য নবীও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন না—বরং কোন মানুষ তাঁহার মোকামের নিকটেও পৌঁছিতে পারে না। ইহা তাঁহার মুহাম্মাদীয়তের মোকাম। ইহাতে তিনি সব রসুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কোরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার কালাম খোদার কালাম ও তাঁহার প্রকাশ খোদার প্রকাশ এবং তাঁহার আগমন খোদার আগমন। (পূর্ববর্তী ধর্ম গ্রন্থগুলিতে এই বিষয় এই প্রকারেই বর্ণিত হইয়াছে)। খোদাতায়ালা বলেন :

جاء الحق و زهق الباطل

(بنى اسرائيل : ٨٢)

এই আয়েতে করিমের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া হযরত মসিহ্‌ মওউদ আলাইহেস্‌ সালাম বলেন যে, হক্‌ শব্দে বুঝায় আল্লাহ্‌ তায়ালা, কোরআন আজীমের শেষ ও পূর্ণ শরীয়ত এবং হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই তিনের প্রত্যেককেই বুঝায়। ইঁহাদের জন্য হক শব্দ প্রকৃত অর্থে প্রযোজ্য।

মে'রাজ ও মোহাম্মদীয়তের মোকাম

কোরান করীম মোকামে মোহাম্মদীয়ত, অর্থাৎ উল্লিখিত একা ও অদ্বিতীয় মোকামকে বিভিন্ন প্রকারে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বর্ণনা করিয়াছে। যেমন, আমাদের ন্যায় অসহায় বান্দাগণকে মোহাম্মদীয়তের মোকামের মর্ম বুঝাইবার জন্য আল্লাহ -তায়ালা হযরত নবী আকরাম সল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামকে মে'রাজ দ্বারা সমাদৃত করেন, যদ্দারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোহাম্মদীয়তের মোকাম—খাতামান্নাবিয়ীন হওয়ার মোকাম এবং এই অনুসঙ্গে অন্যান্য নবীগণের সহিত তাঁহার আপেক্ষিক সম্বন্ধ সবকিছু প্রাঞ্জল হইয়া পড়ে। হযরত ইমাম আহ্‌মদ হাম্বল রহমাতুল্লাহে আলাইহে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ রাজি আল্লাহু আনহু তাঁহার তফ্‌সীরে সগীরের নোটেও বলিয়াছেন, এবং উহা এই যে, মে'রাজে মোহাম্মদীয়েতর মোকামের হকিকত বর্ণিত হইয়াছে। উম্মতে মুস্‌লিমা বা মুসলমান জাতির সম্মুখে ইহার এই চিত্র রাখা হইয়াছে যে, পৃথিবীবাসী যাহারা নবী নয়—জন সাধারণ, (মোহাম্মদীয় উম্মতের ব্যক্তি হউক বা যে কোন জাতির ব্যক্তি, আমরা বলিব তাহারা পৃথিবীবাসী—পৃথিবীতে বাস করে এবং মানুষ) যাহারা আধ্যাত্মিক উচ্চ মর্যাদার সেই মোকামে পৌঁছে নাই, যাহার নাম আমাদের মতে রিসালত—অন্য কথায় তিনি পৃথিবীবাসীগণকে বলেন : তোমাদের পার্থিব মোকাম হইতে উর্ধে দৃষ্টিপাত কর। প্রথম আকাশে তোমরা হযরত আদম আলাইহেস্‌ সালামকে দেখিতে পাইবে, দ্বিতীয় আকাশে হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহ্‌য়িয়া

আলাইহিমাস্ সালামকে দেখিবে প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক আকাশে এক এক বা দুই দুই জনের দল আলামত স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ ঐ সব দল, যাঁহাদের মোকাম হযরত আদম আলাইহেস্ সালামের, তাঁহাদের জন্য প্রথম আকাশ নির্ধারিত। যাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহ্য়িয়া আলাইহিমাস সালামের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ তাঁহাদের জন্য দ্বিতীয় আকাশ নির্ধারিত এবং এই প্রকারে তৃতীয় আকাশে হযরত ইউসুফ আলাহেস্ সালামকে দেখিতে পাইবে। চতুর্থ আকাশে হযরত ইদরিস আলাইহেস্ সালামকে দেখিবে। পঞ্চম আকাশে দেখিবে হযরত হারুণ আলাইহেস্ সালামকে। ষষ্ঠ আকাশে শারীয়ত দাতা নবী হযরত মুসা আলাইহেস্ সালামকে এবং সপ্তম আকাশে গায়ের তস্রীয়ী নবী হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালামকে দেখিতে পাইবে। তাঁহার কোন শরীয়ত ছিল না। ইহারও উর্ধে আরশে-রাব্বে-করীমে হযরত মোহাম্মদ খাতামান্নাবিয়ীন সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। অন্য কথায়, 'মে'রাজের হকিকতের দিক্ দিয়া হযরত নবী আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের 'মোকাম' হইল আরশ-ই-রাব্ব-ই-করীম ;—বা ইহাও বলিতে পারি যে, সম্যক পূর্ণ সদগুণে-গুণি যে খোদা তিনি তাঁহাকে 'মজ্হার-ই-আতাম-ই-উলুহিয়ত' (ঈশ্বরত্বের পূর্ণতম প্রকাশ) রূপ সৃষ্টি করিয়া আপন ডান পার্শ্বে তাঁহাকে বসাইয়াছেন। ইহাই খতমে নবুওত, যাহা মে'রাজের হকিকত বা মূল তত্ব রূপে রূপকের ভাষায় বলা হইয়াছে। সাধারণ মানুষও ইহা বুঝিতে পারে যে, প্রথম আকাশে হযরত আদম আলাইহেস্ সালাম, দ্বিতীয় আকাশে হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহ্য়িয়া আলাইহিমাস্ সালাম, তৃতীয় আকাশে হযরত ইউসুফ আলাইহেস্ সালাম, চতুর্থ আকাশে হযরত ইদ্রিস আলাইহেস্ সালাম, পঞ্চম আকাশে হযরত হারুণ আলাইহেস্ সালাম, ষষ্ঠ আকাশে হযরত মুসা আলাইহেস্ সালাম এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালাম থাকিবেন এবং উহারও উর্ধে মোকামে-মোহাম্মদীয়তের স্থান। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আরশের অধিপতি খোদাই-জুল-আরশের ডান পার্শ্বে উপবিষ্ট। এই মর্যাদা তাঁহার 'মোকামের' দিক হইতে এবং সেই প্রেমের ফল, যাহা আপন খোদার সহিত তাঁহার প্রেম ছিল এবং সেই ফল যদ্বারা তাঁহাকে সমাদৃত করা হইয়াছিল ইহাই সেই 'খতমে নবুওয়ত যাহা খোদা- তায়ালা তাঁহাকে দিয়াছেন।

পৃথিবীবাসী ও মে'রাজের চিত্রবাণী

এখন পৃথিবীবাসী যখন এই চিত্রে পৃথিবী হইতে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, যেমন আমি বলিয়াছি কোন কোন আকাশে এক এক জন করিয়া নবীর এবং কান কোন আকাশে দুই দুই জন করিয়া নবীর) কথা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা শুধু

নবীগণের দলের আলামত হিসাবে বলা হইয়াছে। কারণ যদি প্রকৃতই এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তবে প্রথম আকাশে হযরত আদম আলাইহেস্ সালামের সঙ্গে আরও অনেক নবী থাকিবেন। সেইরূপ অন্য আকাশগুলিতে এমন কি, সপ্তম আকাশেও অনেক নবী থাকিবেন। তবু সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া এই আম্বিয়া শেষ হইয়া যাইবেন। ইহার পর মাত্র এক সত্বা থাকিয়া যান, যিনি তাঁহার রাব্বের সহিত এমনই মিলিত ও তাঁহার মধ্যে বিলিন হইয়া যান যে, তাঁহার আগমন খোদার আগমন, তাঁহার বাক্যালাপ খোদার বাক্যালাপ এবং তাঁহার ক্রিয়া খোদার ক্রিয়া বলিয়া গণ্য।

হযরত মসিহ্ মওউদ আলাইহেস্ সালাম এই বিষয়টিরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে যে কঙ্কর-মুষ্ঠি নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, তাহা দোয়ার ফলে নহে, বরং তাহা তাঁহার ঐশী-নৈকট্যের ফলে ছিল এবং তিনি স্রষ্টার গুণাবলীর পূর্ণতম প্রকাশক হওয়ার কারণে ছিল। ইহা তাঁহার উচ্চ মোকামের ক্রিয়া ছিল। উহা কাফেরদের চোখে পড়িয়াছিল এবং তাহাদিগের ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল। ইহা একটি স্বতন্ত্র ও দীর্ঘ বিষয়। এখন তাহা বলিবার ক্ষেত্র নয়।

আমি বলিতে চাই যে, বর্ণিত চিত্রে এই মোকাম অর্থাৎ রাব্বে-ই-করীমের আরশে স্থাপিত মোকাম-ই-মুহাম্মদীয়ত, বা মোকাম-ই-খাতমুল মুরসালীন বা মোকাম-ই-খাতামান্নাবিয়ীন বস্তুতঃ এতই উচ্চ যে, সেখানে অন্য কোন মানুষ পৌঁছিতে পারে না। ইহা সেই মোকাম এবং মোকাম-প্রাপ্ত ব্যক্তি, যাঁহার জন্য সারা বিশ্বের সৃষ্টি। 'হাদিস কুদ্সী'

لولاك لما خلقت الافلاك

অর্থাৎ—তোমাকে সৃষ্টি না করিলে আকাশ সমূহ সৃজন করিতাম না"—এই হকিকতই প্রকাশ করিতেছে। এ জন্যই হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই মোকাম সেই সময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যখন আদম জন্ম গ্রহণ করেন নাই। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেই সময়েও খাতামান্নাবিয়ীন ছিলেন, যখন আদম মৃত্তিকার মধ্যে পার্শ্ব পরিবর্তন করিতেছিলেন। ইহাই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাই ও সাল্লামের শান। ইহাই তাঁহার শেষ মোকাম।

لا نفرق بين احد من رسله

(আমরা তাঁহার রসুলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না)—

আয়াতেও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে রসুলগণের মধ্যে এক রসুল বলা হইয়াছে। ইহা সেই মোকাম, তাহা সুরাহ আহ্জাবের আয়াতে করামার ولكن رسول الله

("কিন্তু তিনি আল্লাহ্র রসুল")

অংশে বলা হইয়াছে। অতঃপর তাঁহাকে খাতামান্নাবিয়ীন সাব্যস্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ

তিনি রসুল; কিন্তু এমন রসুল যে, তিনিই "খাতামান্নাবিয়ীন", যে দিক দিয়া তিনি সব রসুল হইতে পৃথক এবং অদ্বিতীয়। বস্তুতঃ, এক দিকে বলা হইয়াছে যে, "রসুল ও রসুলের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না", ফজিলত সত্বেও পার্থক্য করা যায় না। نفضلنا بعضهم على بعض لا نفرق بين احد من رسله —আয়াতকে আয়াত বা আয়াতাংশ রহিত করে নাই। কারণ, কোরআন করীমের কোন আয়াত, কোন বাক্য, কোন শব্দ, কোন বিন্দু, কোন জের বা জবর মন্‌সুখ হয় না এবং কখনও মন্‌সুখ হয় নাই।

সুতরাং, 'ফাজ্জলনা বাআজাহুম্ আলা বাআজ' স্বস্থানে ঠিক এবং 'লা নুফাররেকু বাইনা আহাদিম্ মির্ রসুলিহি" নিজ জায়গায় ঠিক। 'রিসালত' হিসাবে কোনই প্রভেদ নাই। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রসুল—ইহা অস্বীকার করিবার নয়। রিসালতের দিক্ হইতে তাঁহার মধ্যে এবং আদমের মধ্যে কোন প্রভেদ করা যায় না। কিন্তু তিনি শুধু এক রসুলই নহেন বরং খাতামান্নবিয়ীনও। খাতামান্নবিয়ীনের অত্যুচ্চ মোকামের দিক্ হইতে অন্য কোন নবী এ সাহস করিতে পারেন না যে, তিনি এই সর্বোচ্চ ও সর্বোন্নত মোকামের দাবীদার হন। এ বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার মোকাম মহামহিমান্বিত খোদার ডান পার্শ্বে,—রাব্বে করীমের আরশের উপর, যাহাকে আমরা মোকামে মোহাম্মদীয়ত বলি। এই অর্থে তিনি আযীমুশ-শান আখেরী নবী।

আমরা খোলা চোখে, দিব্য দৃষ্টিতে যুক্তি প্রমাণ ও প্রত্যেক্ষ জ্ঞান নিয়া (আলা ওঝহিল্ বাসিরাত) তাঁহার 'আখেরী নবী' হওয়াতে ঈমান আনি। তাঁহার শেষ মোকাম, যাহা তাঁহাকে মেরাজের মধ্যে দেখান হইয়াছিল এবং তিনি উহার যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, আমরা উহাতে ঈমান রাখি এবং তাঁহাকে আখেরী নবী মানি। আমরা পলকের জন্যও ইহা বলার সাহস করিতে পারে না যে, কোরআন করীম বা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই রকম মহা-স্বপ্ন ও কাশফ (দিব্য-দর্শন) এবং মহান আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞানকে অস্বীকার করি। এই অর্থে তিনি সব নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ফযিলতপ্রাপ্ত। কারন তিনি খাতামাল্-আম্বিয়া এবং এই অর্থই তাঁহার প্রতি প্রযোজ্য। "লা নুফাররেকু বাইনা আহাদিম্ মির্ রুসুলিহ্" *

لا نفرق بين احد من رسله

যথাস্থানে ঠিক। কিন্তু মোকাম-ই-মোহাম্মদীয়ত বা খতমে নবুওতের মোকামে, যাহা 'সুরাহ্ আহ্যাবে' বর্ণিত হইয়াছে অদ্বিতীয় হওয়ার দিক দিয়া তিনি আখেরী নবী এবং খাতামুন্নাবিয়ীন ও খাতামুল-মুরসালীন।

---

* "আমরা রসুলগণের মধ্যে কোনও ফরক করি না"। --অনুবাদক।

মে'রাজের আরও শিক্ষা

তথাপি সেই গোড়ার কথা, বুনিয়াদি হকিকত যাহা মেরাজের রাত্রে মানব জাতিকে দেখান হয়, তাহা আরও কিছু শিক্ষা দেয় এবং তাহা এই যে, 'মোহাম্মদীয়তের মোকাম' রাব্ব-ই-করীমের আরশে স্থাপিত। যদি নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উম্মতে কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে করিতে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেন এবং হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালামের পার্শ্বে স্থান লাভ করেন, তবু তাঁহার (সাঃ) আখেরী নবী হওয়ার কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না। কারণ তাঁহার (সাঃ) স্থান ইহার বহু উর্ধ্বে। তিনি শেষ মোকাম, অর্থাৎ মোকামে মোহাম্মদীয়তে অধিষ্ঠিত এবং ইহা সেই মোকাম, যাহার পর আর কোন রূহানী মোকাম নাই। রাব্ব-ই-করীমের আরশের পর আর কোন মোকাম হইতে পারে না। তিনি এই শেষ মোকামে দাঁড়ান, যেখানে পৌঁছা অসম্ভব। কাহারও পক্ষে আরও অগ্রগমন শরীয়ত মতে অসম্ভব। কাহারও আরও সম্মুখে অগ্রসর হওয়া মানব স্বভাব বিরুদ্ধ। কারণ, মানব প্রকৃতির নির্যাস আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তাঁহার (সাঃ) মোকাম 'মোহাম্মদীয়তের মোকাম, যাহা রাব্বে করীমের আরশ। যদি কোন উম্মতী তাঁহার অনুবর্তীতায় সপ্তম আকাশেও পৌঁছেন. তবে তাহা খতমে নবুওতে কিভাবে বিঘ্ন ঘটায়? খতমে নবুওতের মোকাম সপ্তম আকাশ নয়। বরং অনেক উর্ধ্বে অনেক ওপারে এবং খতমে নবুওত—অর্থাৎ মোকামে মুহাম্মদীয়তের পর কোন কিছু নাই। মহা-সম্মানিত রাব্বে করীমের আরশের পর আর কোন মোকাম নাই। সেখানে কাহারও যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। উহার নীচে থাকাতে খতমে নবুওতের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। দৃষ্টান্ত স্থলে, আমাদের সম্মুখে পাহাড় আছে। এক ব্যক্তি সব চেয়ে উচ্চ প্রস্তরের উপর দাঁড়াইয়া আছে। সেখানে কেবল একটি মানুষই দাঁড়াইতে পারে। এখন নিম্ন হইতে আরও এক ব্যক্তি উপরে উঠিতেছে। উঠিতে উঠিতে সে ঐ স্থানে উঠিতে পারে না। সে দশ গজ নীচে থাকিয়া যায়। তাহার দশ গজ নীচে স্থান পাওয়ার এই অর্থ নয় যে, প্রথম ব্যক্তি পাহাড়ের শেষ ও সর্বোচ্চ স্থানে দাঁড়াইয়া নাই।

"আখেরী নবী"

সুতরাং, আমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আখেরী নবী মানি সেই অর্থে, যে অর্থে হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে—(তিনি আমাদের মহবুব ও প্রিয়)—আখেরী নবী জ্ঞান করিতে হইবে। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যিকার অনুবর্তীতা সত্বেও কেহ

প্রথম আকাশে যাইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, দ্বিতীয় আকাশেও কেহ যাইতে পারে না। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, তৃতীয় আকাশেও যাইতে পারে না। চতুর্থ ও পঞ্চম আকাশেও যাইতে পারে না। ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশেও যাওয়ার অধিকার নাই। অথচ, যদি তাঁহার উম্মত হইতে কোন ব্যক্তি হযরত আদম (আঃ)-এর মর্যাদা ও পর্যায়ে উন্নত হয়, তবে মুহাম্মদীয়তের মোকামের কি ঘাটতি হয়? উহা ছয়/সাত আকাশ তাঁহার (সাঃ) নীচে। সেইরূপ, যদি কোন ব্যক্তি সপ্তম আকাশেও পৌঁছে (যাহার সুসংবাদ হাদিসেও দেওয়া হইয়াছে), তবে ক্ষতি কি? যদি হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালামের মোকাম পর্যন্ত পৌঁছানয় খতমে নবুওতের উপর কুপ্রভাব পড়ে, তবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ইহা করিয়াছেন। অন্য কাহারও বিপর্যয় ঘটাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ইহা বিপর্যয় ঘটান নহে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর রোয়ার ফলে, তাঁহার কুরবানীর ফলে 'আত্মোৎসর্গকারী' এক জাতি গঠিত হইয়াছিল, যাহাদিগকে হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালাম হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্বর্ধনার্থে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালাম ও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উচ্চ মোকামের উদ্দেশ্যে আপন পুত্র হযরত ইসমাইল আলাইহেস্ সালামকে কুরবানী করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কোন্ জিনিষের জন্য তিনি কুরবানী করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন? খোদা বলিয়াছিলেন: আধ্যাত্মিক উন্নতিতে আমার আরশের উচ্চতা লাভ করিবার পর আমার ডান পার্শ্বে যিনি বসিবেন, তিনি তোমার বংশে জন্ম গ্রহণ করিবেন। এই গৌরবের কারণে (যাহা তোমার ভাগ্যে আসিতেছে. তিনি তোমার বংশে জন্ম গ্রহণ করিবেন) আল্লাহ্ তায়ালার হাম্দ করিতে করিতে তোমার বংশকে এই অদ্বিতীয় ও মর্যাদাবান পুরুষের জন্য কোরবানী কর। যদিও ইহার অর্থ অন্য কিছু ছিল, কিন্তু হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালাম বাহ্যতঃ তাঁহার পুত্রকে কুরবানী করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) কুরবানীর ব্যাখ্যা:

ইহার অর্থ ছিল এবং ইতিহাসও আমাদিগকে ইহাই জানায় যে, হযরত ইব্রাহিম আলাইহেস সালামের বংশধর শত শত বৎসর পর্যন্ত হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সালামের অভ্যর্থনার্থে প্রস্তুতি করিতে ছিল। সাধারনতঃ দেখা যায় যে, কোন স্থানে ডি, সি আসার কথা থাকিলে ৩/৪ দিন পূর্ব হইতে প্রস্তুতি চলে। কমিশনার সাহেবের জন্য ৮/১০ দিন পূর্বে এবং রাষ্ট্র প্রধান, যেমন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন হইলে তাঁহার সম্বর্ধনার্থে লোকে

কয়েক মাস পূর্ব হইতে তৈরী শুরু করে। কিন্তু সেই মহাপুরুষ, যাঁহার তুলনায়, যাঁহার চেয়ে অধিকতর মর্যাদাবান কোন মানুষ পয়দা হওয়ার ছিল না ,তাঁহার অভ্যর্থনার্থে অনেক শতাব্দী ব্যাপী প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের জন্য একটি জাতি তৈরী করিবার প্রয়োজন ছিল, যাহারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবে এবং তাঁহার (সাঃ) পবিত্র শক্তি ও আধ্যাত্মিক প্রভাব গ্রহণ করিবার যোগ্যতা লাভ করে ; যাহারা তাহাদের কার্য দ্বারা প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল যে, হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম যেমন তাঁহার পুত্রকে খোদার পথে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তেমনই তাহারা ও তাহাদের বংশধরগণকে হযরত মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পদ মূলে খোদার জন্য কোরবানী করিতে প্রস্তুত। এই সেই মহাকুরবানী * যাহার জন্য হযরত ইসমাইল আলাইহেস সালামের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল এবং ইহা সেই মহাকুরবানী, যাহার সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত ইসলামের প্রাথমিক যুগে পাওয়া যায়, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম, ইসলাম ও তাঁহার মিশনের আত্ম রক্ষামূলক রণ-ক্ষেত্রে মস্তক দানের দৃষ্টান্ত ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। মহাকুরবানীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক জাতি তৈরী করিবার আদেশ ছিল, যাঁহারা খোদার পথে প্রাণদান করিবেন। এক শিশুর প্রাণ নেওয়ার কোন সার্থকতা নাই। বস্তুতঃ প্রাণ উৎস্বর্গকারী এক জাতি তৈরী হইল। তাঁহাদের কেহ কেহ বদর প্রান্তে শহীদ হইয়াছিলেন। তারপর উহদ যুদ্ধে আরো শহীদ হন। তারপর একের পর অন্য প্রত্যেক রণক্ষেত্রে তাঁহারা শহীদ হইতে থাকেন তাঁহারা আরবের রণাঙ্গন সমূহে ক্রমাগত শহীদ হন। তাঁহারা ইরানের রণক্ষেত্রগুলিতে শহীদ হন। তাঁহারা রৌমের রণাঙ্গন সমূহে শহীদ হন। তাঁহার মিসরের রণক্ষেত্রগুলিতে শহীদ হন। তাঁহারা পশ্চিম আফ্রিকার রণক্ষেত্র সমূহে শহীদ হন। তাঁহারা স্পেন হইতে অগ্রসর হইয়া ফ্রান্সের উত্তর অঞ্চল সমূহে উপস্থিত হন। তাঁহারা রৌমে উপস্থি হন। উহা তখন তুর্কির অন্তর্গত ছিল। তারপর পোল্যাণ্ড পর্যন্ত উপস্থিত হন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণ খোদার পথে কুরবানী করিতে করিতে ভু-পৃষ্ঠকে রক্তে রঞ্জিত করেন।

সুতরাং এই সেই মহাকুরবানী যাহা হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধরগণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল। হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস সালাম আধ্যাত্মিক উন্নত মর্যাদা লাভের সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছানয় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লমের মোকামে-মোহাম্মাদীয়তে কোনই বিপর্যয় না ঘটিয়া বরং তাঁহার মহা আধ্যাত্মিক

---

* সুরাহ্ সাফ্ফাত : ১০, ১০৮—[এবং আমরা ইসমাইলের 'ফিদিয়া' এক মহা-কুরবানী দ্বারা করিলাম] —অনুবাদক।

বিষয় সমূহে সাহায্যকারী ও সহায়ক হইয়াছিল। হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সালাম যেমন তাঁহার বংশধরগণকে হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যদি তেমনই আজও তাঁহার কোন রূহানী পুত্র এমন জামাআত তৈরী করিবার জন্য দাঁড়ান, যাঁহারা পূর্ববর্তীগণের ন্যায় বা যাঁহারা হযরত ইব্রাহীম আলাইহেস্ সাল্লামের বংশধরগণের ন্যায় হযরত রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেন এবং ইহার ফলে সেই ব্যক্তি, অর্থাৎ হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের মহাগৌরবান্বিত এই পুত্র হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) সহিত সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেন, তবে কোন মুর্খই বলিবে যে, ইহাতে খাতামান্নাবিয়ীনের মধ্যে বিপর্যয় ঘটিয়াছে ও তাঁহার মর্যাদা ব্যাহত হইয়াছে। পূর্ববর্তীগণের কারণেও ব্যাঘাত হয় নাই এবং পরবর্তী উম্মতি যিল্লি নবীর আগমনেও কোন বিপর্যয় ঘটিতে পারে না। আখেরী নবীর ইহাই সেই মোকাম, অর্থাৎ মোহাম্মাদীয়তের মোকাম, যাহার দিক হইতে আমরা হযরত রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আখেরী নবী বলিয়া জানি এবং আমরা তাঁহার এই বাণীর উপর একীন রাখি যে, "দেখ, তোমাদের মধ্যে যে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করিবে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উচ্চতা দিবেন। কিন্তু এমন এক ব্যক্তিও হইবেন,

اذا تواضع العبد رفعه الله الى السماء السابعة

যাঁহার বিনয় ও নম্রতা, যাঁহার মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আজ্ঞানুবর্তীতা ও মোহাম্মাদ (সাঃ)-এ বিলীন হওয়া শেষ সীমানায় পৌঁছার মোকাম (সপ্তম আকাশ) দ্বারা সমাদৃত হইবেন। প্রকৃত পক্ষে বিনয় ও নম্রতা প্রেমের ফলে জন্মে। সুতরাং, যাঁহার এই অবস্থা হইবে তাঁহার সম্বন্ধে খোদা ওয়াদা করিতেছেন যে, رفع الله الى السماء السابعة আল্লাহতায়লা তাঁহাকে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছাইবেন এবং তাঁহাকে লইয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পার্শ্বে দাঁড় করাইবেন।

সুতরাং, হযরত ইব্রাহীম(আঃ) আধ্যাত্মিক উচ্চতার দিক হইতে সপ্তম আকাশে পৌঁছিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পবিত্র পুরুষ যিনি রাব্ব-ই-করীমের আরশে স্থান পাওয়া নির্ধারিত ছিল এবং খতমে নবুওত দ্বারা মহাসম্মানিত ওয়া নির্দিষ্ট ছিল, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উচ্চ স্থান লাভ দ্বারা তাঁহার (সাঃ) এই মোকামে দোষের কিছু ছিল না। ইত্যাবস্থায় তাঁহার (সাঃ) 'সেই মহান রূহানী পুত্র' যিনি তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জন্য কোরবানী করিয়াছিলেন এবং ইসলামের প্রাধান্যের জন্য যাঁহার আন্তরিক আকুলতা, খোদা ও রসুলের জন্য যাঁহার আন্তরিক প্রেম

এবং যাঁহার আবেগময় আকুল প্রার্থনা ও দোয়া এমন এক জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহারা সারা জগতের সহিত সংগ্রামকে কবুল করিয়া লইয়াছে, কিন্তু হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সহিত প্রেম সম্পর্ক ছিন্ন করে নাই, সেই গৌরবান্বিত পুত্র তাঁহার আধ্যাত্মিক মর্যাদার ঊর্ধগতির ফলে সপ্তম আকাশে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পদ-তলে আছেন বলিয়া খতমে নবুওতে কিরূপে ব্যাঘাত ঘটিল—ইহা একটা বুঝিবার বিষয়। আল্লাহ্ তায়ালা লোকদের বুঝান।

বাকী, আমরা বুঝি, যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝে না সে আসলে বিদ্বেষ, মূর্খতা, সংস্কার বা আধ্যাত্মিক শক্তির অভাবে এইরূপ করে। কারণ মোহাম্মদীয় উম্মতের উলেমাগণ দুই মহা-সম্প্রদায়ে বিভক্ত দেখা যায়। উলামা-ই-জাহের ও উলামা-ই-বাতেন। পূর্ববর্তীগণও তাঁহাদের সম্বন্ধে ইহাই বলিয়াছেন এবং এখনও ইহাই বলা যায়। এক দল তাঁহারা, যাঁহাদিগকে খোদাতায়ালা কোরআন করীম শিক্ষা দিয়াছেন এবং অন্য দল যাঁহারা খোদার শিক্ষাকে স্মরণ রাখিয়াছেন কতকটা বুঝিয়া ও কতকটা না বুঝিয়া। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। আমি এখন ইহার বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি না। যাহা হউক, আমরাও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে খাতামুল-আম্বিয়া এবং আখেরী নবী মানি এবং এই দৃঢ় প্রত্যয় ও অটল বিশ্বাস রাখি যে, কোন ব্যক্তি রূহানী উচ্চতার দিক হইতে প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, এবং সপ্তম আকাশে পৌঁছিলেও খতমে নবুওতের মোকামে ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে না। সপ্তম আকাশে পৌঁছিয়াও তাহার স্থান হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর মোকামের নীচে, কিন্তু তাঁহার মোকামের সব চেয়ে নিকটের মোকাম। কারণ, ষষ্ঠ আকাশে হযরত মুসা (আঃ)-এর মোকাম এবং আঁ-হযরত (সাঃ) এর মোকামের মধ্যে পুরাপুরি একটি আকাশ—সপ্তম আকাশের ব্যবধান। হযরত মুসা (আঃ) সেই নৈকট্য লাভ করিতে পারেন নাই, যাহা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) লাভ করেন। এই কারণেই তাঁহার হৃদয়ে যখন এই আগ্রহ জন্মিয়াছিল যে, তিনি সেই জ্যোতিঃ-প্রভা দেখিবেন, যাহা রসুল আকরাম (সাঃ) এর উপর নাজেল হওয়া নির্ধারিত ছিল, তখন উহার সহস্রাংশেরও কম ঝলকের ফলে,

خر موسیٰ صعقا (الاعراف)

অর্থাৎ, "হযরত মুসা (আঃ) মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন"। [আল্ আরাফ] আল্লাহ্ তায়ালা জগদ্বাসীকে এই দৃশ্য দেখাইয়াছেন কিন্তু যিনি সপ্তম আকাশে পৌঁছিয়াছেন, তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পদ-মূলে উপবিষ্ট, তাঁহার নীচে, উপরে নহে। যিনি বলেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর শেষ সীমানার নৈকট্যে তাঁহার পদ-ধূলায় উপবিষ্ট হওয়াকে তিনি গৌরব মনে করেন, তিনি তাঁহার (সাঃ) সম্মানের বিরোধী-কথা বলেন, কি প্রকারে মনে করা যাইতে পারে? তিনি তাঁহার প্রেমে বিলীন। তাঁহার আত্মা

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সাথে মিলিত। তিনি তাঁহার সকল সময় তাঁহার জন্য উৎসর্গ করিয়া রাখিয়া ছিলেন এবং বিনীত ভাবে ইসলামের খেদ্‌মতের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার মধ্যে আঁ-হযরত (সাঃ) এর পবিত্র শক্তি, তাঁহার কুওতে-কুদ্‌সিয়া (পবিত্রকরণ শক্তি) কাজ করিতেছিল। তাঁহার কায়েম করা জমাআত আজও এই কথায় গর্বানুভব করে যে, খোদাতায়ালা তাহাদিগকে তেমনই মনোনীত করিয়াছেন যেভাবে পূর্বেকার লোকদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন, যন সেই স্বপ্ন যাহা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেখান হইয়াছিল. উহা পুনরায় সফল হয়। পৃথিবী আবার আত্মবলিদান ও আত্মোৎসর্গের নমুনা দেখে। পূর্বে যেমন ইসলাম তখনকার জানা দুনিয়ায় জয়যুক্ত হইয়াছিল, তেমনি এখন আবার মোহাম্মদ (সাঃ)-এর এই আত্মোৎসর্গকারী জামাতের কুরবানীর ফলে ইসলাম সমগ্র জ্ঞাত পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং, ইহা সেই উদ্দেশ্য, যাহার জন্য আমাকে ও আপনাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। (অসমাপ্ত)

সাংবাদ

(১)

হুজুরের স্বাস্থ্য আল্লাহ্‌তায়ার ফজলে ভাল। আলহামদুলিল্লাহ্। বন্ধুগণ হুজুরের বর্ত্তমান ইউরোপ সফরের কামিয়াবী এবং প্রাচ্যে ইসলাম ও আহমদীয়তের বিজয় যাহাতে নিবটবর্ত্তী হয় তজ্জন্য দোয়া জারী রাখিবেন।

(২)

কাদিয়ান হইতে জানা গিয়াছে যে হযরত সাহেব জাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর কাদিয়ান হইতে লণ্ডনের পথে রওয়ানা হইয়াছেন এবং ৫ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় সেখানে পৌঁছার কথা। বন্ধুগণ মিঞা সাহেবের সফরের কামিয়াবীর জন্য দোয়া করিবেন। মিঞা সাহেবের স্ত্রী ও এক মেয়ে অসুস্থ রহিয়াছেন। তাঁহাদের শীঘ্র আরোগ্যের জন্যও বন্ধুগণ দোয়া করিবেন।

(৩)

কাদিয়ান শরীফের আমীর হযরত মৌঃ আবদুর রহমান সাহেব সকল দরবেশানে কাদিয়ান সহ আল্লাহ্‌ তায়ালার ফজলে ভাল আছেন।

(৪)

ব্রাহ্মনবাড়িয়ার মজলিসে খোদ্দমুল আহমদীয়ার উদ্যোগে খড়মপুর কল্লা শাহীদের দরগায় উরুশে আগত হাজার হাজার লোকের মধ্যে জমাতের লিটারেচার বিতরণ করা হয়। তেমনি ভাবে আহমদী পাড়া মসজিদে মোবারকে সপ্তাহব্যাপী তরবিয়তী ক্লাশ সাফল্য জনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

ময়মনসিংহ জমাতের উদ্যোগে কোরান সপ্তাহ পালিত হয়।

(৫)

তাহরীকে জদীদের বৎসর শেষ হইতে আর মাত্র দেড় মাস সময় রহিয়াছে। বন্ধুগণ সত্বর নিজ নিজ ওয়াদা আদায় করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার রহমতের উত্তরাধিকারী হউন।

শোক সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ২৮শে আগষ্ট, ১৯৭৩ ইং তারিখে মোহতরম জনাব আবুল ফয়েজ খাঁন চৌধুরী ওরফে শিবলী সাহেব তাঁহার বগুরাস্থ বাসভবনে প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল ফরমাইছেন ! (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। মরহুম বাংলার ভূতপূর্ব আমীর খান বাহাদুর আবুল হাশেম খাঁন চৌধুরী (রহঃ)-এর জ্যোষ্ঠ পুত্র। মরহুম বাংলাদেশে আহমদীয়তের এক উজ্জল নক্ষত্র স্বরূপ ছিলেন। তিনি আজীবন আহমদীত তথা ইসলামের জন্য নিরলস সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। মরহুম অতি উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক এক উচ্চ মোকামে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বকাল পর্যন্ত তিনি বহু কাশফ ইলহাম লাভ করিয়াছিলেন। আল্লাহতা'লা শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সান্তনা লাভের তৌফিক দিন এবং জান্নাতে মরহুমের রূহ্‌কে উচ্চ মোকামে প্রতিষ্ঠিত করুন (আমীন)।

আবুল ফয়েজ খান চৌধুরীর স্মরণে—

—চৌধুরী আবদুল মতিন

(১)

জান্নাত যে গড়েছিলে আপনার হাতে
দাখেল তাতেই তুমি ঈমানের সাথে।
সংসারেতে ছিলে তুমি চির আগন্তুক
পবিত্রাত্মা জানিত সব তুমি স্বর্গ দূত।
আহমদীয়াত ছিল তব অন্তর বাহির
সত্যের প্রবেশ-দ্বার তোমাতে জাহির।
পৃথিবীর ধূলি, ধূঁয়া, আকর্ষণ. কলা,
মোহ মায়া ঝেড়ে সাফ্‌—ছিল তব চলা।

(২)

"ঈমানের 'যত সিঁড়ী' মসিহর নির্দেশে
'তয়' করা ছিল তাঁর আত্মিক সাহসে।
পার্থিব সম্বল তাঁর জায়নামাজ কম্বল
মহামূল্য ধন ছিল চরিত্র সম্বল।
ঈমান, আমল, তাঁর সত্যের সাধনা
কোন্ সে সাহসি তাঁরে করিতে বঞ্চনা !
পৃথিবীর ঝড়, ঝাপ্টা তরঙ্গ উত্তাল
কিস্তীয়ে নূহের যাত্রীর কষে ধরা হাল"।

(৩)

রূহানী আদর্শ তুমি জামাতের প্রাণ
প্রাণেতে সঞ্চিত ছিল মাহ্‌দীর দান
তোমার সংস্পর্শে যেই এসেছে বারেক
সে-কালের আসহাব-চিত্র দেখেছে আর এক !
আস্‌মানী ইঙ্গিতে চলা জীবনের পথ
পথ তব 'মুস্তাকীম' হরে জনমত।
পিতার সুযোগ্য পুত্র জামাতের শান
সর্ব্বস্ব উৎসর্গে জিনি রুহানী কল্যান।

(৪)

হে খোদা করুণাময় করি এ কামনা
ঘরে ঘরে করো আরও শিবলী-নমুনা !
হউক তাঁর সন্তানাদি আদর্শের ছবি
নবী, সিদ্দিক, সহীদ, সালেহর নমুনার সবই।
এজগতে যাই থাক—ধ্রুবত ছায়া !
আহমদী সন্তানদের ঘিরিবেনা 'মায়া' !
জেগে থাক স্মৃতি-পটে সাধু-চিত্ত গুণ
"ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন"।

Published & Printed by Mr. F K [illegible] at [illegible] Press,
for the Proprietors. Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road. Dacca-1
Phone No. 233635
Editor: A. H. Muhammad Ali Anwar.